অধ্যায় ৩

পিতৃতন্ত্র

(Patriarchy)

অধ্যায়সূচী

∬ □ ভূমিকা □ পিতৃতন্ত্র: সংজ্ঞা ও ধারণা □ পিতৃতন্ত্রের উদ্ভব □ পিতৃতন্ত্র টিকে থাকার কারণ □ উৎপাদনের পিতৃতান্ত্রিক পদ্ধতি □ বেতনযুক্ত কাজের ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক সম্পর্ক □ পিতৃতান্ত্রিক রাষ্ট্র □ পুরুষ হিংসা □ যৌনতায় পিতৃতান্ত্রিক সম্পর্ক □ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে (যথা, ধর্ম, মিডিয়া, শিক্ষা ইত্যাদি) পিতৃতান্ত্রিক সম্পর্ক □ পিতৃতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ □ পিতৃতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য □ পিতৃতন্ত্রের সমালোচনা □ উপসংহার ∬

৩.১. ভূমিকা (Introduction)

বিশ্বের সকল অংশে, উন্নত থেকে শুরু করে অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের সর্বক্ষেত্রে (রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পারিবারিক) সকল স্তরে (উচ্চবিত্ত, উচ্চ-মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত) ধর্ম, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে সর্বজনীনভাবে নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য ও অবদমন পরিলক্ষিত হয়। কেবলমাত্র পুরুষদের দ্বারা নারীরা অবদমিতই হয়না, সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীরা বৈষম্যমূলক আচরণ, অপমান, শোষণ, নিপীড়ন, নিয়ন্ত্রণ এবং হিংসার শিকার হয়ে থাকে। নারীবাদীদের মতে, এই বৈষম্যমূলক আচরণ, নারী ও পুরুষের মধ্যেকার জৈবিক পার্থক্য' অর্থাৎ যৌনতার পার্থক্যের জন্য হয় না, বরং এই পার্থক্যের মূল কারণ নিহিত রয়েছে সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট লিঙ্গ বৈষম্যের মধ্যে। এই লিঙ্গ বৈষম্যকে প্রকৃতি নয়, তৈরি করে মানুষই এবং তাকে বৈধতা প্রদান করে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ (Patriarchal Society)। সুতরাং বলা যেতে পারে, নারীদের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য, শোষণ ও অবদমনের মূলে রয়েছে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ।

'পিতৃতন্ত্র' (Patriarchy) কোনো সাম্প্রতিককালে গড়ে ওঠা ধারণা নয়। এই ধারণা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। কিন্তু পিতৃতান্ত্রিকতাই যে নারীদের প্রতি সমস্ত ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ ও শোষণের মূল কারণ এই দাবি প্রথম উত্থাপিত করেন র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীরা। ১৯৬০-এর দশকের শেষের দিকে গড়ে ওঠা নারীবাদী আন্দোলনগুলির মধ্য দিয়েই র‍্যাডিক্যাল নারীবাদের চিন্তাধারা সকলের সামনে উঠে আসতে শুরু করে। এটি নারীদের দ্বারা এবং নারীদের জন্য সৃষ্ট একটি মতবাদ। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজে নারীদের এই অবদমিত অবস্থানের কারণ অনুসন্ধান করা এবং তার পর্যাপ্ত সমাধান নির্ণয় করা। তাঁরা পিতৃতন্ত্রকেই এই বৈষম্যের মূল কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁদের মতে, নারীরা

পুরুষদের থেকে পৃথক। তাই নারীদের মধ্যে পুরুষদের থেকে ভিন্ন ও বিপরীতধর্মী ইচ্ছা থাকাই স্বাভাবিক। এই ইচ্ছাগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া এবং তাকে চরিতার্থ করার মাধ্যমেই নারী স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা সম্ভব। তাঁরা আরো বলেছেন, শ্রেণি, ধর্ম, জাতি নির্বিশেষে নারীরা কেবলমাত্র নারী হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছে বলেই বঞ্চনা ও শোষণের শিকার হয়ে থাকে। তাই নারীদের উচিত একত্রিত হয়ে সংঘবদ্ধভাবে সেইসব অপমানের বিরুদ্ধে লড়াই করা। লিঙ্গ জাত বা বর্ণের মতোই গুরুত্বপূর্ণ একধরনের রাজনৈতিক ক্যাটেগরি। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীরা আরো বলেন, পুরুষদের ক্ষমতা কেবলমাত্র গণপরিসরেই সীমাবদ্ধ নয়, পারিবারিক ক্ষেত্রেও তাদের ক্ষমতার আস্ফালন পরিলক্ষিত হয়। ক্ষমতা যেখানেই থাকবে, সেখানেই রাজনীতির অনির্বাণ অপরিহার্য। তাই মানুষের ব্যক্তিগত পরিসরও রাজনীতি নিরপেক্ষ নয়। এই বক্তব্যের মাধ্যমে, তাঁরা মূলত 'ব্যক্তিগত পরিসর ও গণপরিসরে-র সাবেকি ধারণাকেই চ্যালেঞ্জ করেছেন।

৩.২. পিতৃতন্ত্র: সংজ্ঞা ও ধারণা (Patriarchy : Defination and Concept)

পিতৃতন্ত্রের কোনো সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। নারীবাদের বিভিন্ন ধারা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পিতৃতন্ত্রকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কিত পার্থক্য থাকলেও তাঁরা এ-বিষয়ে একমত যে, নারীদের সমস্যার মূল কারণ পিতৃতন্ত্র। যাইহোক, রাজনৈতিক অর্থে 'পিতৃতান্ত্রিকতা' কোনো নতুন শব্দ ছিল না। গ্রীক শব্দ *patriarches* থেকে Patriarchy শব্দটির উদ্ভব, যার অর্থ হল head of the tribe অর্থাৎ গোষ্ঠীর প্রধান। সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজতন্ত্রের বর্ধিত ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক দেখা দেয়, সেখানে রাজতন্ত্রের ক্ষমতার স্বপক্ষে যারা ছিলেন, তাঁরা দাবি করেন যে, একটি পরিবারে পিতার যে স্থান, সেই ক্ষমতাই রাজা ভোগ করে তার সমাজে এবং এই ক্ষমতা ঈশ্বর ও প্রকৃতি প্রদত্ত[১]। অর্থাৎ পরিবারে পিতার ক্ষমতা, সমাজে রাজার ক্ষমতার সমান এবং তার এই ক্ষমতা ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত। তাই এই ক্ষমতা বিরোধ বিতর্কের ঊর্ধ্বে। আক্ষরিক অর্থে, পিতৃতন্ত্র হল পুরুষ শাসিত সমাজে পিতার শাসন। এটি এমন একটি সমাজ যেখানে কোনো প্রতিযোগিতা ছাড়াই পুরুষকে নারীর চেয়ে উচ্চতর স্থান দেওয়া হয়, তাদেরকে উৎকৃষ্ট বলে গ্রহণ করা হয় এবং নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্যকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া হয়।

ধারণা হিসাবে পিতৃতন্ত্রের একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আছে। বিভিন্ন সমাজবিদ বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন। ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber) পিতৃতন্ত্রকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, পিতৃতন্ত্র হল সরকারের এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে পুরুষরা পরিবারের প্রধান হিসাবে সমাজকে শাসন করে[২]।

১। Valerie Bryson Consultant Editor : Jo Campling(2003) — *Feminist Political Theory An Introduction* (2nd Edition), PALGRAVE MACMILLAN, PP. 166

২। Sylvia Walby (May 1989), THEORISING PATRIARCHY, Sociology, Sage Publications, Ltd., Vol. 23, No. 2, PP. 213-234

মার্কসীয় নারীবাদীদের মতে, নারীর ওপর পুরুষদের আধিপত্যের সঙ্গে ধনতন্ত্রের ঘ… সম্পর্ক বর্তমান। ম্যাকডোনাফ ও হ্যারিসন (McDonough and Harrison) এ… পিতৃতান্ত্রিকতায় দুটি দিক স্পষ্টত প্রতিপন্ন হয় এক, একগামী বিবাহের মাধ্যমে নারীর… যৌনতা ও সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ এবং দুই, লিঙ্গভিত্তিক শ্রম-বিভাজ… মাধ্যমে নারীদের অর্থনৈতিক দিক থেকে অবদমিত করে রাখা (যেহেতু নারীদের স্থান পরিবারে… মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়)*। জিলা আইজেনস্টাইন (Zilla Eisenstein) … *Capitalist Patriarchy and the Case of Socialist Feminism*-এ বলেছে… পিতৃতান্ত্রিকতা হল একটি যৌনতাভিত্তিক ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিন্যাস, যেখানে মহিলারা কে… কেবলমাত্র মা, গৃহকর্মী এবং ভোক্তা"। জুলিয়েট মিসেল (Juliet Mitchell) … *Psychoanalysis and Feminismé*-এ নয়া ফ্রয়েডিয় ধারণার আলোকে পিতৃতান্ত্রিকতা… বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, পিতৃতান্ত্রিকতা হল পিতার আইন'।

উদারনৈতিক নারীবাদীরা উপরিউক্ত মতবাদের থেকে পৃথক একটি অবস্থান গ্রহণ করে… তাঁদের মতে, সমাজে নারীদের অবদমিত অবস্থানের মূল কারণ হল শিক্ষা ও চাকুরির ক্ষে… নারীদের সমান অধিকারকে অস্বীকার করা। সমাজের উচ্চ পর্যায়ের কাজগুলি থেকে উদ্দে… প্রণোদিতভাবে নারীদের দূরে সরিয়ে রাখা হয়। তাই রাজনীতি, শিক্ষা, ব্যবসা ইত্যাদি ক্ষে… নারীদের প্রতিনিধিত্ব স্পষ্টত কম।

অপরদিকে, র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীদের মতে, পুরুষরা একটি গোষ্ঠী হিসাবে নারীদে… ওপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং এই আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে পুরুষরা সমাজে সবচে… বেশি সুবিধাভোগ করে থাকে। যে ব্যবস্থার মাধ্যমে পুরুষরা নারীদের ওপর আধিপত্য বিস্ত… করে থাকে, সেটিই হল পিতৃতন্ত্র।

কিন্তু পিতৃতন্ত্রকে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দ্বৈত ব্যবস্থা বিশ্লেষণ (Dual System Analysi… অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বৈত ব্যবস্থা বিশ্লেষণ, র‍্যাডিক্যাল নারীবাদী ও মার্কসীয় নারীবাদী চিন্তাধার… এক সমন্বিত রূপ। এই বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ধনতান্ত্রিক সমাজের পূর্বেও পিতৃতন্ত্র ছি… তারপরেও থাকবে। সুতরাং মার্কসীয় তত্ত্বে পিতৃতন্ত্র সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, … সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়। পিতৃতন্ত্র, ধনতন্ত্র থেকে উদ্ভূত হয়েছে এমনটা নয়। সামন্ততান্ত্রি… সমাজব্যবস্থাতেও পিতৃতন্ত্র ছিল, এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাতেও পিতৃতন্ত্র দেখা… পাওয়া যায়। ধনতন্ত্রে পিতৃতন্ত্রের বাহ্যিক রূপের বা প্রক্রিয়ার পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যা… এ কথা ঠিক। কিন্তু ধনতন্ত্র, পিতৃতন্ত্রের সৃষ্টি বা অবলুপ্তির জন্য দায়ী একথা সঠিক ন… পিতৃতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ করতে গিয়ে আইজেনস্টেইন (Eisenstei…

১। Mary Murray(1995), *The Law of the Father?:Patriarchy in the transition fro… feudalism to capitalism*,Routledge Publication. PP.8

২। Ibid PP.9

৩। Ibid

বলেছেন, পিতৃতন্ত্র ও ধনতন্ত্র পরস্পরের সঙ্গে এতটাই সম্পর্কযুক্ত যে অনেক সময় এদের এক বলে মনে হয়। অন্যদিকে আবার মিচেল (Mitchell), হার্টম্যান (Hartmann) প্রমুখ চিন্তাবিদদের মতে পিতৃতন্ত্র ও ধনতন্ত্র এক নয়[৬]।

র‍্যাডিক্যাল নারীবাদী কেট মিলেট (Kate Millett) তাঁর *Sexual Politics* নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সর্বপ্রথম 'পিতৃতান্ত্রিকতা'-কে তাত্ত্বিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। মিলেটের মতে, পিতৃতান্ত্রিকতা দুটি নীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এক, পুরুষরা মহিলাদের ওপর কর্তৃত্ব করবে। দুই, বয়সে বড়ো পুরুষ, যুবকদের উপর কর্তৃত্ব করবে[৭]। সুতরাং বলা যেতে পারে, পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো দুটি জিনিসের ওপর নির্ভরশীল যৌনতা এবং বয়স। এর থেকে স্পষ্টত প্রমাণ হয় যে, পিতৃতান্ত্রিকতা শুধুমাত্র নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণের মূল কারণ নয়, পিতৃতান্ত্রিকতা পুরুষের মধ্যেকার বৈষম্যমূলক আচরণের জন্যও দায়ী। কিন্তু নারীবাদীরা পুরুষদের মধ্যেকার বৈষম্যের ওপর কম আলোকপাত করেন। যাইহোক, কেট মিলেট আরো বলেছেন, যেহেতু সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্ক, ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, তাই এই সম্পর্ক অবশ্যই রাজনৈতিক। কারণ ক্ষমতা থাকলেই রাজনীতি থাকবে। নারীদের ওপর পুরুষদের এই আধিপত্য এতটাই সর্বজনীন, সর্বব্যাপী ও পরিপূর্ণ যে এটিকে স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হয়। সমাজের প্রতিটি স্তরে, স্থান-কাল নির্বিশেষে এই যৌন আধিপত্য দেখতে পাওয়া যায়। পরিবারের কর্তা হিসাবে, পরিবারের পুরুষ সদস্যই সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। নারীরা প্রথম জীবনে পিতার ছত্রছায়ায়, যৌবনে স্বামীর আধিপত্যে এবং বয়সকালে পুত্রের ওপর নির্ভরশীল থাকবে এটাই সমাজের স্বাভাবিক নিয়ম হিসাবে ধরে নেওয়া হয়।

সিলভিয়া ওয়ালবি (Sylvia Walby) তাঁর "Theorising Patriarchy"-তে বর্ণনা করে বলেছেন, পিতৃতান্ত্রিকতা হল সামাজিক কাঠামো ও অনুশীলনের এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে পুরুষরা নারীদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, তাদেরকে নিপীড়ন ও শোষণ করে (Patriarchy is a system of social structures and practices in which men dominate– oppress and exploit women.)[৮]। পিতৃতন্ত্র, শক্তি সম্পর্কের (নারী ও পুরুষের মধ্যে) এমন একটি ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে যা অসম এবং যেখানে পুরুষরা, মহিলাদের উৎপাদন, প্রজনন এবং যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। পিতৃতান্ত্রিকতা, সমাজের দ্বারা নির্মিত পৌরুষত্ব ও নারীত্বের বৈশিষ্ট্যগুলিকে জোর করে চাপিয়ে দেয় এবং এর মাধ্যমেই সমাজে পুরুষদের আধিপত্য বজায় থাকে। পৌরুষত্ব ও নারীত্বের জন্য নির্ধারিত বৈশিষ্ট্যগুলি একটু লক্ষ করলেই বোঝা যায়, এই বৈশিষ্ট্যগুলির মাধ্যমে নারীকে দুর্বল ও পুরুষদের সাহসী

৬। Sylvia Walby (1990), *Theorizing Patriarchy*, Basil Blackwell, PP. 1-24

৭। Valerie Bryson Consultant Editor: Jo Campling(2003), *Feminist Political Theory An Introduction*, Second Edition, PALGRAVE MACMILLAN, PP. 166

৮। Sylvia Walby (1990), *Theorizing Patriarchy*, Basil Blackwell, PP. 120

ও সমাজে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। নারীদের ওপর আধিপত্য, নিপীড়ন, শোষণ সর্বজনীন হলেও সমাজভেদে এর বিস্তৃতি ভিন্ন প্রকৃতির হয়। এমনকি ধর্ম, বর্ণ, জাতি শ্রেণি নির্বিশেষে এর মাত্রাও ভিন্ন ধরনের হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে, নিম্নবর্ণ নিম্নশ্রেণির নারীরা তিনদিক থেকে শোষিত হয়ে থাকে বর্ণগত কারণে, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকার কারণে এবং সর্বোপরি তারা নারী বলে। ভারতের ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে ব্রাহ্মণ্যবাদী পিতৃতন্ত্র, উপজাতি পিতৃতন্ত্র এবং দলিত পিতৃতন্ত্র পরস্পরের থেকে পৃথক। ভারতের ন্যায় সমাজে, যেখানে ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি, সম্প্রদায়, গোত্র প্রভৃতির ওপর ভিত্তি করে মানুষে মানুষে বিভাজন ও শোষণ দেখতে পাওয়া যায়, উপরন্তু এখানে প্রত্যেকটি স্তরে নারীদের ওপর লিঙ্গ নিপীড়ন আলাদা করে যুক্ত হয়। এই জাতীয় একাধিক পিতৃতন্ত্রে, প্রধান অত্যাচারী শ্রেণি হিসাবে পুরুষরাই পরিলক্ষিত হয়। আবার একইভাবে উন্নত দেশগুলিতে নারীদের পরাধীনতা উন্নয়নশীল দেশগুলির তুলনায় পৃথক প্রকৃতির হয়। নারীদের এই অবদমন সমাজ নির্বিশেষে, প্রকৃতিগত দিক থেকে যতই পৃথক হোক না কেন একটি বিষয় সকল সমাজেই পরিলক্ষিত হয় এবং তা হল পিতৃতন্ত্র।

এই পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত হয়েছে এবং এই নিয়ন্ত্রণ বৈধতা লাভ করেছে বিভিন্ন মতাদর্শ, সামাজিক আচরণ ও প্রতিষ্ঠান (যথা, পরিবার, ধর্ম, বর্ণ, শিক্ষা, মিডিয়া) দ্বারা।

পিতৃতন্ত্র মূলত একটি প্রক্রিয়ার দ্বারা পরিচালিত হয়। যার সামাজিকীকরণ প্রাথমিকভাবে আমাদের পরিবারেই শিশুকাল থেকে শুরু হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে, আমাদের শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম এটিকে আরো দৃঢ় করে তোলে। এতটাই দৃঢ় করে তোলে যে, নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই এটিকে প্রশ্নাতীতভাবে মেনে নেয়।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, পিতৃতান্ত্রিকতা হল সমাজ কর্তৃক নির্মিত এমন একটি সর্বজনীন ব্যবস্থা যেখানে পুরুষদের নারীদের তুলনায় উচ্চস্থান প্রদান করা হয় এবং নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, শোষণ, অবদমন স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া হয়।

৩.৩. পিতৃতন্ত্রের উদ্ভব (Origin of Patriarchy)

নারীবাদীদের মতানুসারে, পিতৃতন্ত্র কোনো প্রাকৃতিক বিষয় নয়, তাই এটি অবশ্যই পরিবর্তনশীল। তাঁরা সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গির জৈবিক নির্ধারকবাদ' তত্ত্বের বিরোধিতা করেন। এবার প্রশ্ন হল, যদি পিতৃতন্ত্র প্রাকৃতিক বিষয় না হয়ে থাকে তাহলে পিতৃতন্ত্রের বিকল্প কিছু নিশ্চয়ই আছে অথবা নিশ্চয়ই ছিল। গের্ডা লারনার (Gerda Lerner) তাঁর *The Creation of Patriarchy*-এ এই প্রশ্নের উত্তর খোজার চেষ্টা করেছেন। এই উদ্দেশে তিনি প্রথমে সাবেকি চিন্তাবিদদের বক্তব্য এবং যুক্তিগুলিকে তুলে ধরেছেন এবং তারপর নারীবাদীরা কিভাবে সেই যুক্তিগুলিকে সমালোচিত করে সাবেকি চিন্তাবিদদের বক্তব্যকে

প্রত্যাখান করেছেন তা বিশ্লেষণ করেছেন। সাবেকি চিন্তাবিদদের বক্তব্য অনুযায়ী, সমাজে নারীদের অবদমিত অবস্থান সর্বজনীন, ঈশ্বর প্রদত্ত বা প্রাকৃতিক এবং অনিবার্য, অপরিবর্তনীয়। তাই এটি বিরোধ বিতর্কের উর্ধ্বে। তাঁদের দাবি হল, সমাজে যা টিকে আছে, তা টিকে আছে কারণ তার চেয়ে বেশি ভালো কোনো বিকল্প নেই। যেহেতু বিকল্প নেই, সেহেতু এটির কোনো পরিবর্তন হবেনা এবং পরিবর্তন হওয়ার প্রয়োজনীয়তাও নেই।

কিন্তু বর্তমানে নারীবাদীরা নারীদের এই অপরিবর্তনীয় অবদমিত অবস্থানের ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। তাঁদের মতে, সমাজ যেমন পরিবর্তনশীল ঠিক তেমনভাবেই এই পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তন হওয়াও স্বাভাবিক। যদি পিতৃতান্ত্রিকতা গড়ে ওঠার কোনো ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে কোনো ঐতিহাসিক কারণে এর বিলুপ্তিও ঘটতে পারে।

এই পরস্পরবিরোধী মতবাদের কারণে বেশ কিছু প্রশ্ন উঠে আসে, যেমন অতীতে কি কখনো পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপরীত 'মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা' ছিল? যদি থেকে থাকে তাহলে কোন কারণে, কখন এবং কীভাবে সেই ব্যবস্থার অবসান ঘটল? এই প্রশ্নগুলির উত্তরের ক্ষেত্রেও বিতর্ক পরিলক্ষিত হয়।

সাবেকি চিন্তাবিদদের মতে, নারীদের এই অবদমিত অবস্থান অবশ্যই সর্বজনীন এবং প্রাকৃতিক। নারীরা পুরুষদের আধিপত্যেই থাকবে কারণ ঈশ্বর তাদের এইভাবেই সৃষ্টি করেছেন। যেহেতু ঈশ্বর নারীদেরকে জৈবিকভাবে পুরুষদের থেকে পৃথকভাবে গড়ে তুলেছে, তাই স্বাভাবিকভাবেই তাদের জন্য পুরুষদের থেকে পৃথক কাজই বরাদ্দ হবে। যেহেতু এই পার্থক্য ঈশ্বর বা প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্ট তাই সমাজে নারীদের অবদমিত স্থানের জন্য কাউকে দায়ী করা যায় না। তাঁরা আরো যুক্তি দেন যে, সমাজে নারীদের কাজ হল সন্তান উৎপাদন করা এবং তাকে লালন-পালন করা। নারীরা যুগযুগ ধরে এই কাজ করে আসছে বলেই আমাদের সমাজ আজ এই জায়গায় পৌঁছেছে। সুতরাং লিঙ্গভিত্তিক এই শ্রমবিভাজন কার্যকরী এবং ন্যায়পূর্ণ। তাই একে পরিবর্তনের প্রশ্নই ওঠে না। তাঁরা আরো বলেছেন, পুরুষেরা দৈহিকভাবে নারীদের থেকে অনেকবেশী সবল। তাই প্রাচীন কালে শিকারের মাধ্যমে পরিবার ও গোষ্ঠীর জন্য খাদ্য জোগানের দায়িত্ব এবং লড়াইয়ের মাধ্যমে নিজের গোষ্ঠীকে রক্ষা করার দায়িত্ব পুরুষদের ওপরই বর্তায়। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই সমাজে নারীদের তুলনায় পুরুষদের স্থান অনেক ওপরেই থাকে। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে আধুনিক সমাজেও এই বিভাজন দেখতে পাওয়া আশ্চর্যের নয়। সিগমুন্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud)-ও বলেছিলেন, 'anatomy is destiny'[১] তিনি আরো বলেন, নারীদের জৈবিক গঠন অর্থাৎ তাদের যৌনতার ওপর ভিত্তি করেই তাদের মনস্তত্ত্ব তৈরী হয়, যা তাদের দক্ষতা ও সামাজিক ভূমিকাকে নির্ধারণ করে। ব্যক্তিগত পরিসর ও গণ-পরিসরের মধ্যেকার বিভাজনও এই ধারণার সঙ্গে সহমত। তারাও মনে করেন লিঙ্গ বৈষম্য স্বাভাবিক এবং অরাজনৈতিক।

১। Suranjita Ray, *Understanding Patriarchy*.

কিন্তু সাবেকি চিন্তাবিদদের এই ধারনাকে নারীবাদীরা যুক্তি সহকারে সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে, প্রথমত, নৃতত্ত্ববিদরা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, প্রাচীনকালে শিকার খাদ্য জোগানের মূল উপায় ছিলনা। 'সংগ্রহ' ছিল খাদ্য যোগানের মূল পন্থা, শিকার ছিল সহযোগী। খাদ্য সংগ্রহের কাজ মূলত মেয়েরাই করত। সুতরাং পরিবার বা গোষ্ঠী খাদ্যের জন্য পুরুষদের ওপর নির্ভর করত এই তথ্য গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়াও ইতিহাসে এমন অনেক উদাহরণ পাওয়া যায় যার মাধ্যমে বলা যেতে পারে, নারীরাও শিকারে সিদ্ধহস্ত ছিল। এলিস বোল্ডিং (Elise Boulding)-র মতে, 'কেবলমাত্র পুরুষরাই শিকারি' (mane-the-hunter)-এই তত্ত্ব কল্পনা প্রসূত। প্রকৃতপক্ষে, পুরুষরা, নারীদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই সমাজ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এই তত্ত্বকে তৈরী করেছে[১০]। এমনকি অনেক নারীবাদী নৃতাত্ত্বিকদের মতে, প্রাচীনকালে এমন অনেক সমাজব্যবস্থা ছিল, যেখানে নারী-পুরুষেরা সমান ছিল, সমাজে তাদের অবস্থান ও সমান ছিল। তাদেরকে একে অপরের পরিপূরক হিসাবে দেখা হত। সুতরাং পিতৃতান্ত্রিকতা যে প্রথম থেকেই ছিল এবং তা শাশ্বত এ ধারণা ভ্রান্ত।

দ্বিতীয়ত, সমাজের উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারীদের অবদান শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদন ও তার লালন-পালনে সীমাবদ্ধ একথাও সম্পূর্ণ অমূলক। সভ্যতার বিকাশের ক্ষেত্রে মৃৎশিল্প ও কৃষিতে নারীদের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। তাছাড়া বর্তমান আধুনিক সমাজব্যবস্থায় যেমন নারীর ভূমিকা শুধুমাত্র পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, ঠিক একইভাবে প্রযুক্তি ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে, সন্তানের লালন-পালন কেবলমাত্র মায়ের ভূমিকার ওপর নির্ভরশীল নয়। নারীবাদীদের মতানুসারে, সাবেকি চিন্তাবিদরা আধুনিক সমাজের এই দিকটিকে অবহেলা করেছেন।

পিতৃতান্ত্রিকতার সর্বজনীনতা ও অপরিবর্তনীয়তার বিপরীতে বহু তত্ত্ব গড়ে উঠতে দেখা যায়। যাঁরা বিশ্বাস করেন পিতৃতন্ত্রের পূর্বে সমাজে মাতৃতন্ত্রের (নারীর শাসন) অস্তিত্ব ছিল বা এমন সমাজ ছিল যেখানে নারী-পুরুষকে সমান রূপে গণ্য করা হত। এই চিন্তাধারাগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল মার্কসীয় অর্থনৈতিক ও বস্তুবাদী চিন্তাধারা।

মার্কসবাদী নারীবাদীরা মূলত ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস (Frederick Engles)-এর The Origin of the Family, Private Property and State-র দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবকেই এঙ্গেলস 'নারীর বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয়ের কারণ' (the world historic defeat of the female sex) বলে চিহ্নিত করেছেন। জে. জে. বাচোফেন (J.J. Bachofen)-এর লেখা *Mother Right*-র, মর্গান (L. H. Morgan)-এর লেখা *League of the Ho-de-no-sau-nee*, এবং *Ancient Society*-র দ্বারা

১০। Gerda Lerner (1986), *The Creation of Patriarchy*, Oxford University Press, New York, PP.18

লেগেই থাকত। এই বিবাদ মেটানোর জন্য কেবলমাত্র দুটি বিকল্প ছিল এক, যুদ্ধ বিগ্রহ, দুই, নারী বিনিময়ের মাধ্যমে মৈত্রী স্থাপন। এই প্রথার মাধ্যমেই নারীদের ওপর পুরুষদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। গেইল রুবিন (Gayle Rubin)-এর মতে, নারীদের বিনিময়ের ফলে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, নারীর সম্পর্ক (female kin) কার সাথে হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার নারীদের পরিবর্তে পুরুষদের হাতে চলে যায়। কিন্তু আবার বিপরীত দিকে, পুরুষদের ওপর নারীদের এই অধিকার কখনোই স্বীকৃত হয়নি। অর্থাৎ নারী ও পুরুষের সম্পর্ক স্থাপন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও অধিকার একমাত্র পুরুষদের কাছেই থাকতে শুরু করে। এরফলে নারীরা নিজেদের যৌনতার ওপর নিয়ন্ত্রণ হারায় এবং পুরুষদের আধিপত্যে চলে আসে।

সাম্প্রতিককালে চিন্তাবিদদের মধ্যে ডরেথি ডিনারস্টাইন (Dorothy Dinnerstein), মেরী ও'ব্রায়েন (Mary O' brien), অ্যাড্রিয়েঁ রিচ (Andrienne Rich) প্রমুখের নাম উল্লেখ করতেই হয়। এঁরা দাবি করেন, পিতৃতান্ত্রিকতার পূর্বে একটি বিকল্প ব্যবস্থা অবশ্যই ছিল। প্রকৃতপক্ষে, যদি মাতৃতান্ত্রিকতার অস্তিত্বের সন্ধান ইতিহাসে কোনোভাবে পাওয়া যায়, তাহলে লিঙ্গ ভিত্তিক সাম্য এবং ক্ষমতার কাঠামোয় নারীদের অংশগ্রহনের দাবি আরো জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। যদিও এখনো পর্যন্ত পুরাণ, ধর্ম এবং প্রত্নতাত্ত্বিক কিছু বস্তুর ওপর ভিত্তি করে মাতৃতন্ত্রের অস্তিত্বকে কেবলমাত্র কল্পনা করা যায়। সেই সময়কার সমাজব্যবস্থাকে মাতৃকুলভিত্তিক বলা গেলেও মাতৃতান্ত্রিক বলা যায় না। কারণ বংশের পরিচিতি (Kinship) সঙ্গে সমাজে নারীদের অবস্থানের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। বেশিরভাগ মাতৃকুলভিত্তিক সমাজে পরিবারের পুরুষ সদস্যরাই অর্থনৈতিক ও পারিবারিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে কয়েকজন নারীকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে দেখা গেলেও, নারীরা একটি গোষ্ঠী হিসাবে পুরুষদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করছে বা নিজেদের যৌন সিদ্ধান্ত নিজেরা গ্রহণ করছে এমন নজির প্রায় দেখাই যায় না। কেবলমাত্র Horticulture সমাজেই নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাববিস্তারকারী ভূমিকা নিতে দেখা যেত। কিন্তু ধীরে ধীরে এই সমাজগুলি কৃষি নির্ভর হয়ে ওঠে। যার ফলে সেখানেও পুরুষদের কর্তৃত্বই প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়াও বেশিরভাগ Horticulture সমাজই পিতৃকুলভিত্তিক। ফলে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার ছিল এমন সমাজের অস্তিত্বকে মেনে নিলেও মাতৃতান্ত্রিক সমাজের অস্তিত্ব মেনে নেওয়া বেশ কঠিন।

গের্ডা লার্নার (Gerda Lerner)-এর মতে যেসমস্ত সমাজে লিঙ্গ সাম্য পরিলক্ষিত হত তা মূলত ছিল মাতৃকুলভিত্তিক। কিন্তু বর্তমানে এই ধরনের সমাজের অস্তিত্ব প্রায় দেখাই যায়না। তাছাড়া মাতৃকুলভিত্তিক সমাজ ও মাতৃতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে পার্থক্য আছে। যে সমাজে মায়ের পরিচয় সন্তানরা পরিচিতি লাভ করে, সেটিকে মাতৃকুলভিত্তিক সমাজ বলা হয়। অপরদিকে, যে সমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের আধিপত্য পরিলক্ষিত হয়

এঙ্গেলস প্রভাবিত ছিলেন। তাঁদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের পূর্বের সমাজ মাতৃতান্ত্রিক হোক আর না হোক, তা অবশ্যই সাম্যবাদী ছিল। এঙ্গেলস বলেছেন, আদিম সাম্যবাদী সমাজে [illegible] ছিল। কিন্তু সেখানে নারী ও পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন কাজ/কাজে পুরুষরা করলেও, নারীরা পরিবারে স্বাধীন ছিল। কেউ কারুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত না।

এঙ্গেলসের মতে, সমাজে নারীর অবস্থান তিনটি বিষয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই বিষয়গুলি হল : (১) উৎপাদনের পদ্ধতি, (২) ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং (৩) শ্রেণি সমাজ। একগামী বিবাহের ফলে সমাজে প্রথম শ্রেণি বৈরিতার (Class antagonism) উদ্ভব হয় এবং এই শ্রেণি বৈরিতার একটি শ্রেণি হল নারী এবং অপরটি হল পুরুষ। শ্রেণি বৈরিতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ শ্রেণির দ্বারা নারী শ্রেণির শোষণও শুরু হয়।

আদিম সমাজে, মানুষের জীবনযাপনের মূল উপায় ছিল খাদ্য সংগ্রহ ও শিকার। এই সময় ব্যক্তিগত সম্পত্তির বা বিবাহের কোনো ধারণা ছিল না। নারীর যৌনতার ওপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণও ছিল না। সন্তান পরিচিতি লাভ করত তার মায়ের পরিচয়ের সূত্রে যাকে এঙ্গেলস 'মাতৃ অধিকার' (Mother right) বলেছেন। সমাজ বিবর্তনের পরবর্তী পর্যায়ে পশুপালন ও কৃষিকাজ শুরু হয়। নারীর জৈবিক গঠনের কারণে সন্তান ধারণ ও তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নারীর স্থান নির্ধারিত হয় গৃহে। তবু এই পর্যায়ে নারী ও পুরুষের অধিকার প্রায় সমান ছিল। কিন্তু এর পরবর্তী পর্যায়ে যখন ক্রীতদাস প্রথার প্রচলন ঘটে তখন থেকে পুরুষদের আধিপত্য বিস্তৃত হতে শুরু করে। ব্যক্তিগত মালিকানা এবং ধন-সম্পদের পরিমাণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমতাবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির উত্তরাধিকার স্থির করা অনিবার্য হয়ে ওঠে। নিজেদের উত্তরাধিকারকে নিশ্চিত করার জন্য পুরুষেরা নারীদের গৃহবন্দি করে এবং একগামী বিবাহের প্রচলন ঘটায়। নারীরা তাদের যৌন স্বাধীনতা হারায় এবং সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রে পরিণত হয়। গৃহে বন্দি হওয়ার কারণে নারীরা অর্থনৈতিকভাবে পুরুষদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পরে এবং পুরুষরা নারীদের ওপর আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়। শুরু হয় পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। ধনতান্ত্রিক সমাজও এই পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে চায় কারন এর দ্বারা পুঁজিবাদী অর্থনীতি প্রতিনিয়ত সুপ্ত সবল শ্রমের জোগান পায়। আবার কখনো যদি বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন এই পুঁজিবাদী সমাজ সস্তায় নারীদের অতিরিক্ত শ্রম হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। তাই মার্কসবাদীরা বিশ্বাস করেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবলুপ্তি ঘটলে এবং নারীরা শ্রমশক্তির প্রকৃত অংশ হয়ে উঠতে পারলে, তবেই পিতৃতান্ত্রিকতার অবসান ঘটা সম্ভব।

পিতৃতন্ত্রের উদ্ভব সংক্রান্ত লেভি স্ট্রস (Levi-Strauss) - র বক্তব্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে, যখন থেকে সমাজে নারীদের বিনিময় (exchange of women) প্রথা শুরু হল তখন থেকেই নারীরা মানুষের পরিবর্তে পণ্য হিসাবে গণ্য হতে লাগল। প্রাচীনকালে সমাজ বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ

সেই সমাজকে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ বলা হয়ে থাকে। মাতৃসূত্রভিত্তিক সমাজে নারীদের কিছু বিশেষ অধিকার বা সুযোগ সুবিধা দেওয়া হলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় পুরুষদের আধিপত্যই প্রতিষ্ঠিত ছিল। সবশেষে বলা যেতে পারে, বর্তমানের পিতৃসূত্রভিত্তিক সমাজই প্রমাণ করে যে সময়ের সাথে সাথে মাতৃসূত্রভিত্তিক সমাজ তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারেনি, পিতৃসূত্রভিত্তিক সমাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সে পরাজিত।

৩.৪ পিতৃতন্ত্র টিকে থাকার কারণ (The Reson for the Survival of the Patriarchy)

পিতৃতন্ত্র একটি সামাজিক ব্যবস্থা। বিভিন্ন প্রক্রিয়ার দ্বারা সমাজ এবং মানুষের মধ্যে এই ব্যবস্থাকে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার প্রাথমিক সামাজিকীকরণ শুরু হয় পরিবারের মধ্য দিয়ে। পিতৃতন্ত্রের মূল হাতিয়ার হল পরিবার যেখানে শৈশব কাল থেকে নারী-পুরুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে লিঙ্গ বৈষম্যকে বৈধতা দানের চেষ্টা করা হয়। এই বিভেদ এত গভীর ও সূক্ষ্মভাবে গ্রথিত হয়ে থাকে যে পরবর্তীকালে যখন একটি শিশু পরিবারের বাইরে সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের (শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম ইত্যাদি) সংস্পর্শে আসে, তখন সেখানকার লিঙ্গ বৈষম্যগুলিকেও প্রশ্নাতীতভাবে মেনে নেয়। কারণ অনেকক্ষেত্রেই এই বৈষম্যকে তারা চিহ্নিতই করতে পারেনা, তাদের কাছে এগুলি স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। তাই মিলেট বলেছেন, সমাজে যে ক্ষমতার কাঠামো দেখা যায় তার কেন্দ্রে পরিবারের অবস্থান। নারীর অবনমনের মূল উৎসই হল পরিবার[১১]। যেখানে পিতা বা কোনো পুরুষই প্রধান হন এবং তিনিই মহিলাদের যৌনতা, শ্রম বা উৎপাদন, প্রজনন এবং গতিশীলতাকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

গের্ডা লার্নার-এর মতে, পরিবারের মধ্যে ক্ষমতার একটি ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিন্যাস (Hierarchy) দেখতে পাওয়া যায়। যেখানে নারীদের তুলনায় পুরুষদের শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করা হয় এবং সেই কারণেই পুরুষদের স্থান সবসময়ই নারীদের চেয়ে উঁচুতে হয়। বলা যেতে পারে, রাষ্ট্র যে বৈষম্যমূলক আচরণ করে তারই প্রতিচ্ছবি আমরা পরিবারের মধ্যে দেখতে পাই। পরিবারই আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে পিতৃতন্ত্র ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার শিক্ষা দেয়। ছেলেদেরকে আধিপত্য বিস্তারকারী ও আক্রমণাত্মক হতে শেখায়। অপরদিকে, মেয়েদের প্রেমময়, আজ্ঞাবহ ও যত্নশীল হতে শিক্ষা দেয়। পরিবারের জন্য অর্থ উপার্জনের দায়িত্ব জোর করে পুরুষদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং মহিলাদের দায়িত্ব থাকে পরিবারের দেখাশোনা করার। পুরুষদের ওপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল হওয়ার কারণে মহিলারা পরিবারে থেকে বৈষম্য, বঞ্চনা, হিংসা ও অবিচারের শিকার হন।

নারীদের বিরুদ্ধে পদ্ধতিগত বঞ্চনা ও সহিংসতার সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার হল নারীর শরীর। নারীর শরীরে আধিপত্য বিস্তারই হল নারীদের দমন করার বা তাদের দিয়ে বশ্যতা

১১। Valerie Bryson Consultant Editor: Jo Campling(2003), *Feminist Political Theory: An Introduction*, Second Edition,PALGRAVE MACMILLAN, PP. 175-176

স্বীকার করানোর অন্যতম উপায়। নারীদের যৌন পণ্য হিসাবে দেখা হয়। পুরুষদের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার ও নারীদের শরীরকে করায়ত্ত করার অন্যতম কৌশল হিসাবে যায় ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, যৌন নির্যাতন ইত্যাদি। পরিবারের বাইরের বৃহত্তর সমাজে নারীরা অসুরক্ষিত সেকথা কল্পনাপ্রসুত। পরিবারের মধ্যে থেকেই নারীরা সবচেয়ে যৌন হেনস্তার সম্মুখীন হন।

মূলত, নারীদের গৃহে আবদ্ধ করে রাখার মাধ্যমে পুরুষেরা দুভাবে উপকৃত হয়। প্রথ তারা পরিবারের মধ্যে সুখ ভোগ করে, গৃহের কোনো কাজ তাদের করতে হয় না দ্বিতীয়ত, পরিবারের বাইরে, গণপরিসরে মহিলাদের সঙ্গে তাদের প্রতিযোগিতা করতে না।

পরিবারের জন্য নারীরা সর্বস্ব ত্যাগ করলেও, নারীরা সেখানে কাঙ্ক্ষিত নয়। সেই কার সমাজে মহিলা ভ্রূণহত্যা, শিশুহত্যা, সতী, যৌতুকের কারণে মৃত্যু, স্ত্রী-প্রহার প্রায় ঘটনায় পরিণত হয়েছে। পরিবারে পুরুষদেরকেই সর্বক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। নারীদের মধ্যে নিরক্ষরতার হার বেশি, অপুষ্টি বেশি। পিতৃতান্ত্রিকতা এতটাই দৃঢ়ভাবে প্র যে, রান্নাঘরের সমস্ত দায়িত্ব নারীদের ওপর ন্যস্ত থাকার পরেও খাদ্যাভাবে উপবাস তাদের বেশি করতে দেখা যায়। কারণ পরিবারই শেখায় সকলকে খাওয়ানোর পর সবশেষে বা মহিলারা খেতে বসবে।

নারীদের প্রতি পরিবারের এই বৈষম্যমূলক আচরণ, বঞ্চনার ফলে তারা ধীরে ধী হীনম্মন্যতায় ভুগতে শুরু করে, যেখান থেকে জন্ম নেয় পরনির্ভরশীলতা এবং নিরাপ হীনতা। ফলে পরিবারের চৌহদ্দির বাইরেও তাদের মধ্যে এগুলি কাজ করতে থাকে তাদেরকে সামাজিকভাবে দমিত ও রাজনৈতিকভাবে নিস্ক্রিয় করে তোলে।

অনেকের মতে, এই অবদমনের মূল কারণ হল পরিবারের মধ্যেকার লিঙ্গভিত্তি শ্রমবিভাজন। যেহেতু গৃহস্থালীর কাজের জন্য মহিলারা কোনো পারিশ্রমিক পায় না, সেটিকে কোনো কাজ বলে গণ্য করা হয়না (নারীবাদীরা এই ধরনের কাজকে অদৃশ্য ক বলে উল্লেখ করেছেন)। ফরাসি নারীবাদী ক্রিস্টিন ডেল্ফি (Christine Delphy)-এর ম মহিলারা যেহেতু পারিশ্রমিকহীন কাজের সঙ্গে যুক্ত, তাই সব মহিলারাই জন্মগতভাবে এক নির্দিষ্ট শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত হয়[১১]। অপরদিকে পুরুষরা যেহেতু তাদের শ্রমের পরিবর্তে পারিশ্রমি পায়, সেহেতু পরিবারে তাদের উচ্চতর স্থান দেওয়া হয়। তাই, অনেকের মতে, নারীরা য ঘোষণা করে যে তারা গৃহস্থালীর কাজ করবেনা, তাহলেই একমাত্র তাদের এই অবদমনে হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। কারণ তখন এই গৃহস্থালীর কাজ করানোর জন্য পারিশ্রমি দিয়ে শ্রমিক নিয়োগ করতে হবে এবং তখন পিতৃতান্ত্রিক সমাজে এগুলি কাজ বলে স্বীকৃ

১১। Valerie Bryson Consultant Editor: To Campling(2003). *Feminist Political Theory: A Introduction*. Second Edition,PALGRAVE MACMILLAN, PP. 178

দেওয়া হবে। তাছাড়াও পারিবারিক পুরুষদের হাত থেকে মুক্তি পেলে মহিলারা নারীদের যৌন নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাধীন এবং রাজনৈতিক দিক থেকে সক্রিয় হয়ে উঠবে। অপরদিকে, অনেকে আবার মনে করেন, পুরুষদেরও গৃহকর্মে নারীদের সাথে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে, তবেই পিতৃতান্ত্রিকতার যে ভেদ নারী-পুরুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে সেটি দূর করা সম্ভব। কিন্তু অনেকেই আবার মনে করেন যে, পরিবারের মধ্যে থেকে মানসিকতার পরিবর্তন করা সম্ভব না। তাই পরিবারে বাইরে বিশেষ সাহায্য প্রয়োজন। সুতরাং এই মতবাদের হাত থেকে মুক্তির উপায়ের ক্ষেত্রে নারীবাদীরা একমত হতে পারেননি।

এছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মিডিয়াও পিতৃতন্ত্রকে ধারণ করে নিতে সাহায্য করে। পিতৃতন্ত্র নারীদের একটি আত্মত্যাগমূলক বিশ্বস্ত স্ত্রী ও মমতাময়ী মা-এর প্রতিচ্ছবি হিসেবে গড়ে তুলছে, যা নারীদেরকে স্বভাবগতভাবে আত্মত্যাগী হতে শেখায়, তাদের কোনো ইচ্ছা-অনিচ্ছা থাকতে নেই, চাওয়া-পাওয়া থাকতে নেই। এই প্রতিচ্ছবিগুলিতে কোনোভাবে আঘাত লাগলেই নারীদের চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে ধরা হয়। মনুর আইন অনুযায়ী, যেহেতু নারীরা স্বভাবগতভাবে বিশ্বাসঘাতক, তাই তাদের পুরুষদের ওপর নির্ভরশীল করেই রাখা উচিত এবং স্বামীকে প্রতিনিয়ত প্রভু হিসাবে পূজা করা উচিত। প্রাচীন ভারতে, বৈদিক সময় নারী ও পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু পরবর্তীসময়ে, অর্থাৎ মধ্যযুগীয় সময়, যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং শ্রেণিবিভক্ত সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন থেকেই নারীর যৌনতার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হতে থাকে।

ধর্ম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানও পিতৃতন্ত্রকে বৈধতা দান করে। বেশিরভাগ ধর্মীয় আচরণই পুরুষদের শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করে। বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিষয়গুলি ব্যক্তির ধর্মের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। এই নিয়ম, প্রথা, নীতিগুলিকে সূক্ষ্মভাবে দেখলে খুব সহজেই বোঝা যায় যে এগুলি নারীর বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট এবং পুরুষতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণকেই বাস্তবায়িত করে। এই ধর্মই স্থির করে দেয়, নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে কার কি নীতির থাকবে। বেশিরভাগ ধর্মই পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সমর্থন করে। পর্দা প্রথা, সতী, গার্হস্থ্য জীবনে বন্দী করে রাখা তারই উদাহরণ। গির্জা এবং রাষ্ট্রের মতো পুরুষ প্রভাবিত প্রতিষ্ঠানগুলি মহিলাদের প্রজনন ক্ষমতার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে।

একইভাবে বর্ণ ও লিঙ্গ নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং নারীর যৌনতা সরাসরি বর্ণে বিশুদ্ধতার প্রশ্নের সাথে জড়িত। বর্ণ জন্মসূত্রে প্রাপ্ত। তাই এর বিশুদ্ধতা নির্ভর করে নারীর ওপর। এইজন্য নারীদের যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে। বর্ণপ্রথা এবং ব বিভাজন মহিলাদের শ্রম এবং যৌনতা উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। বর্ণ কেবল শ্র সামাজিক বিভাজনই নয়, শ্রমের যৌন বিভাজনকেও নির্ধারণ করে। নারীর বর্ণগত বিশুদ্ধত বজায় রাখার জন্য নারীর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। উমা চক্রবর্তী (U Chakravarti)-এর মতে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতিষ্ঠা এবং বর্ণ বিশুদ্ধতার প্রয়োজনীয়

দেওয়া হয়। এমনকি অনেক সময়েই একই কাজের জন্য পুরুষ এবং নারীকে পৃথক পৃথক মজুরি দেওয়া হয় এবং বলাই বাহুল্য যে সেখানে মহিলাদের পারিশ্রমিক তুলনায় কম হয়। এরফলে মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যাহত হয় এবং তারা পুরুষদের ওপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, যার প্রভাব পারিবারিক সম্পর্ক ও ক্ষমতা নির্ধারণের ওপর এবং সর্বোপরি লিঙ্গ সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে গভীরভাবে পড়ে। যদিও বর্তমানে এই বিভাজন রেখা ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হচ্ছে, তবুও এর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। লিঙ্গভিত্তিক কাজের বিভাজন কেবলমাত্র ধনতান্ত্রিক সমাজে দেখতে পাওয়া যায় তা নয়, সমাজতান্ত্রিক সমাজ এবং সামন্ততান্ত্রিক সমাজেও এর অস্তিত্ব বর্তমান।[১৪]

৩.৪.৩ পিতৃতান্ত্রিক রাষ্ট্র (Patriarchial State)

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাও পিতৃতান্ত্রিক। সেখানে নারীদের প্রবেশ খুবই সীমিত। কারণ পিতৃতন্ত্রের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে মহিলাদের সচেতনভাবে সরিয়ে রাখা হয়। যেহেতু মহিলারা পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ থাকে সেহেতু রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তারা অনেকটাই নিষ্ক্রিয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাংবিধানিক নিয়ম নীতিও সেক্ষেত্রে সাহায্য করে থাকে। দীর্ঘদিন ধরে নারীদের ভোটাধিকার না দেওয়া এইক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। তাছাড়াও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরের বড়োবড়ো প্রতিষ্ঠানে, যথা পুলিশ, বিচার ব্যবস্থা, আইনি ব্যবস্থায় নারীদের প্রতিনিধিত্ব মারাত্মকভাবে কম থাকে। রাষ্ট্রে পুরুষতান্ত্রিক সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব দেখা যায় লিঙ্গ সম্পর্কের মধ্যে। উদাহরণ— বিবাহ বা বিবাহ বিচ্ছেদের আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে, গর্ভপাতের বৈধকরণ বা অবৈধকরণের মাধ্যমে, পর্ণগ্রাফি, সমকামিতা, বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদিতে।

৩.৪.৪ পুরুষ হিংসা (Male Violence)

এটিকে অনেকেই ব্যক্তিগত প্রবণতা বলে মনে করেন। অনেকের মতেই, সকল পুরুষের মধ্যে এই প্রবণতা দেখা যায় না। কিন্তু বাস্তবে এটির একটি সামাজিক কাঠামোগত প্রকৃতি রয়েছে। শক্তি প্রদর্শনের একটি রূপ হিসাবে পুরুষরা নারীদের উপর হিংসা প্রয়োগ করে থাকে। যদিও সকল পুরুষরা সক্রিয়ভাবে এটির ব্যবহার করেনা। তবুও এর একটি সাধারণ সামাজিক রূপ দেখতে পাওয়া যায়, তাই অনেক ক্ষেত্রে মহিলারাও এটিকে স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়। এই ধরনের হিংসার বিভিন্ন রূপ দেখতে পাওয়া যায়, যেমন ধর্ষণ, স্ত্রীকে মারধর, যৌন হয়রানি, পিতা/কন্যার অজাচার ইত্যাদি। ভারতে সতীদাহ প্রথার মধ্য দিয়ে, আমেরিকায় বহু সংখ্যক নারীর মৃত্যু হয় অবৈধ গর্ভপাতের কারণে, চীনা মহিলাদের পা বাধাইয়ের ফলে পঙ্গু করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে ইতিহাস প্রমাণ করে দেয় নারীদের ওপর পুরুষদের অমানবিক অত্যাচার। জ্যাকসন (Stevi Jackson)-এর মতে, কোনো মানসিকভাবে বিকৃত মানুষের মধ্যেই এটা দেখা যায় এমন নয়, প্রতিটি পুরুষের ব্যবহারেই এটি কম-বেশি পরিলক্ষিত হয়। পিতৃতান্ত্রিক রাষ্ট্র এইধরনের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণের জন্য তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষে

১৪। Sylvia Walby (May 1989), THEORISING PATRIARCHY ,Sociology , Published b
Sage Publications, Ltd., Vol. 23, No. 2, PP.223

জন্য নারীদের যৌনতার ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। পিতৃতান্ত্রিক উত্তরাধিকারকে সুনিশ্চিত করার জন্য নারীদের যৌনতার ওপর নিয়ন্ত্রণ ও দেহ সংক্রান্ত ধারণাকে নিয়ে আসা হয়।

সিলভিয়া ওয়ালবি তাঁর Theorizing Patriarchy গ্রন্থে পিতৃতন্ত্রের ছয়টি কাঠামোর উল্লেখ করেছেন যার মাধ্যমে পিতৃতন্ত্র তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। সেই ছয়টি কাঠামো হল—

৩.৪.১ উৎপাদনের পিতৃতান্ত্রিক পদ্ধতি (The Patriachial Mode of Production):

উৎপাদনের উপকরণগুলির মধ্যে শ্রম হল একটি অন্যতম উপাদান এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর শ্রমের উপর পুরুষের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। লিঙ্গ ভিত্তিক শ্রমবিভাজনের নিরিখে মহিলারা গৃহস্থালীর সকল কাজকর্ম করে, সন্তান উৎপাদন থেকে শুরু করে তার লালন-পালন করা, রান্না করা, ঘর পরিষ্কার করা, স্বামীর দেখাশোনা করা, পরিবারের সকলের খেয়াল রাখা এ সকলই নারীর কাজ। কিন্তু এই কাজগুলির ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তাদের থাকে না। সেই অধিকার পুরুষদেরই থাকে। পুরুষেরা নারীর এই শ্রমকে নিজেদের মতো ব্যবহার করে এবং নারীর শ্রমের ওপর নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠা করে। নারীদের এই শ্রমের জন্য তাদের কোনো মজুরি দেওয়া হয়না, কেবল তার রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় (তা-ও সবসময় নয়)।

নারীর শ্রমকে করায়ত্ত করার একটি অন্যতম কৌশল হল বিবাহ। সিলভিয়া ওয়ালবি-র মতে, বিবাহ হল প্রকৃতপক্ষে একটি চুক্তি। এই চুক্তির মূল শর্তই হল নারীরা বিনা পারিশ্রমিকে গৃহস্থালীর সকল কাজ করবে এবং পুরুষেরা নারীদের এই শ্রমের ওপর নিজেদের আধিপত্য কায়েম করবে।

শ্রম পুনরোৎপাদনের ক্ষেত্রেও মহিলারা সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা পালন করে। সন্তান উৎপাদন ও তাদের লালন পালনের মাধ্যমে তারা ভবিষ্যতের শ্রমকেই জন্ম দেয়। আবার পরিবারে স্ত্রীর শ্রমের ফলে প্রত্যক্ষভাবে পরিবারের পুরুষরা সুস্থ ও সবল শরীরের অধিকারী হয়, যারফলে তারা বহির্জগতে নিজেদের শ্রমকে বিক্রয় করতে পারে। সুতরাং বলা যেতে পারে, অপ্রত্যক্ষভাবে স্ত্রী-শ্রমশক্তির বহির্জগতে মূল্য আছে। কিন্তু সেই মূল্য তাদের কোনোদিনই দেওয়া হয়না, তাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হয়না।

সিলভিয়া ওয়ালবি এক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন—

(১) পুরুষ ও নারীর মধ্যেকার পার্থক্যের একটি অন্যতম ভিত্তি হল গৃহকর্মের ক্ষেত্রে শ্রমবিভজন,

(২) অন্যান্য সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রকেও এই শ্রমবিভাজন যথেষ্ট প্রভাবিত করে

(৩) পিতৃতন্ত্রের একটি অন্যতম কাঠামোই হল নারীর শ্রমের ওপর পুরুষের আধিপত্য

দিয়েছে।

বহু গবেষণা প্রমাণ করেছে যে, পারিবারিক ক্ষেত্রকে নারীদের পরিসর হিসাবে দেখানো হলেও বাস্তবে সেখানেও তারা শোষিত হয়। নারীরা গৃহকর্মে সবচেয়ে বেশি শ্রম দিলেও গৃহের খাদ্যসামগ্রীতে (মাছ, মাংস) নারীদের অধিকার কম দেখতে পাওয়া যায়। আবার অবসর সময়ও পুরুষদের তুলনায় নারীরা অনেক কম উপভোগ করে। তাছাড়া, একজন নারী মা হতে চায় কিনা বা চাইলেও কটি সন্তানের জন্ম দিতে চায়, অর্থাৎ নারীর প্রজনন ক্ষমতাও তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করেনা। পারিবারিক ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত পুরুষরা নিয়ে থাকে। আবার রাষ্ট্রও বিভিন্ন নীতির মাধ্যমে নারীদের সিদ্ধান্ত, তাদের যৌনতা ও শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন, গর্ভপাত বা গর্ভনিরোধ, যৌন অনুশীলন ইত্যাদি।[১০]

৩.৪.২ বেতনযুক্ত কাজের ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক সম্পর্ক (Patriarchial Relation in Paid Work)

কেবলমাত্র গৃহস্থালীর পারিশ্রমিকহীন শ্রমের ক্ষেত্রেই নয়, নারীদের বেতনযুক্ত শ্রমের ওপরও পুরুষদের আধিপত্য পরিলক্ষিত হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর দ্বিতীয় এই রূপটিই হল বেতনযুক্ত কাজের ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক সম্পর্ক। এর মূল বৈশিষ্ট্য হল, পুরুষদের দ্বারা মহিলাদের বেতনভুক্ত কাজের ক্ষেত্রে প্রবেশে বাধা সৃষ্টি— প্রথমত, মহিলাদের জন্য পারিবারিক ক্ষেত্রকে নির্ধারণের মাধ্যমে পুরুষেরা মূলত বেতনযুক্ত কাজ থেকে মহিলাদের বাদ দেওয়ার চেষ্টাই করে। এরফলে বহির্জগতের বেতনভুক্ত কাজের ক্ষেত্রে পুরুষদের প্রতিযোগিতা কমে যায়। দ্বিতীয়ত, যদি বেতনভুক্ত কাজের ক্ষেত্রে মহিলারা প্রবেশ করেও তাহলে তাদের বৈষম্যের সম্মুখীন হতে হয়। লিঙ্গভিত্তিক কাজের বিভাজন হল এই ধরনের বৈষম্যের সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ। সি. হাকিম (C. Hakim)-এর মতে লিঙ্গভিত্তিক কাজের বিভাজন উল্লম্ব ও আনুভূমিক দুরকমেরই হতে পারে। রবিনসনস ও ওয়ালেস (Robinson and Wallace)-এর মতে, এটি পূর্ণ সময়ের কাজ এবং আংশিক কাজের মধ্যেও বিভাজিত হতে পারে। সাধারণত মহিলাদেরকে পুরুষদের তুলনায় কম প্রশিক্ষিত ও কম যোগ্য বলে ধরে নেওয়া হয়। তাই কাজের ক্ষেত্রে তাদের কম বেতনভুক্ত কাজগুলি দেওয়া হয়ে থাকে। তাছাড়া পূর্ণ সময়ের কাজ ও আংশিক সময়ের কাজের মধ্যে, পূর্ণ সময়ের কাজগুলিকে অনেক বেশি বৈধ নিরাপত্তা দেওয়া হয়। অপরদিকে, আংশিক সময়ের কাজগুলি সাধারণত ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিন্যাসের একেবারে নিম্নস্তরের কাজ হয়ে থাকে, তাই স্বাভাবিকভাবেই এই ধরনের কাজের বেতন কম হয়। লিঙ্গভিত্তিক কাজের বিভাজন এমনভাবেই করা হয়ে থাকে যেখানে পুরুষদের তুলনায় নারীদের কম পারিশ্রমিকের কাজগুলি

১০। Sylvia Walby (May 1989), *THEORISING PATRIARCHY* ,Sociology , Published by Sage Publications, Ltd., Vol. 23, No. 2, PP. 222

গ্রহণ করেনা, যদি না বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায় গিয়ে পৌঁছোয়। পুরুষ হিংসার ভয়ের ফলেই বেশির ভাগ মহিলারা তাদের আচার-আচরণ, চলাফেরার ধরন প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করে। ব্রাউনমিলার (Susan Brownmiller) সমাজের [illegible] বৃদ্ধি এবং ধর্ষণের হার বৃদ্ধির মধ্যে একটি যোগসূত্র প্রদর্শন করছেন।[১৫]

৩.৪.৫ যৌনতায় পিতৃতান্ত্রিক সম্পর্ক (Patriarchial relation in Sexuality)

যৌনতাও একটি গুরুত্বপূর্ণ পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো। এর মূল আধারটিই হল Hetero-sexuality, যেখানে নারী ও পুরুষের মধ্যে যৌন সম্পর্ককে গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারণ যেক্ষেত্রে একজনকে উৎকৃষ্ট ও একজনকে নিকৃষ্ট হিসাবে দেখানো হয়। পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো সমকামিতাকে গ্রহণ করেনা। তাদের মতে, মেয়েদের আকাঙ্ক্ষা বা স্বপ্ন হল বিয়ে। একজন নারী, স্ত্রী ও মা হিসাবেই তার জীবনের সার্থকতা খুঁজে পায়। ম্যাককিনন (Mac-Kinnon)-এর মতে, নারীবাদে যৌনতা সেই স্থানটি অধিকার করে, যে স্থানটি মার্কসবাদে শ্রম পেয়ে থাকে। অর্থাৎ নারীবাদের কেন্দ্রে অবস্থান করে যৌনতা। মহিলাদের ওপর পুরুষদের নিয়ন্ত্রণ মূলত যৌনতার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। কারণ এই যৌনতার ওপর ভিত্তি করেই একজন নারী, 'নারী' হয়ে ওঠে এবং একজন পুরুষ, 'পুরুষ' হয়ে ওঠে। যৌনতা হল সেই জিনিস যার ওপর ভিত্তি করে সমাজ কর্তৃক লিঙ্গের নির্মাণ হয়ে থাকে। তাই তিনি যৌনতা ও লিঙ্গের মধ্যে কোনো পার্থক্য নিরূপণ করেননি। কিন্তু সাম্প্রতিককালের নারীবাদীদের মতে এই পার্থক্যটি নিরূপণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন, কারণ এটিই হল নারীদের অবদমনের মূল অস্ত্র[১৬]।

৩.৪.৬ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে (যথা, ধর্ম, মিডিয়া, শিক্ষা ইত্যাদ) পিতৃতান্ত্রিক সম্পর্ক (Patriarchal Culture)

সমাজের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতেও পিতৃতন্ত্রের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। নারীত্ব ও পৌরুষত্বের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানগুলি পিতৃতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখে। যেমন, ধর্মকে একটি ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে ধরা যেতে পারে, যা ঠিক করে দেয় নারী ও পুরুষের আচরণ কী করম হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও এমন একটি সংগঠন যা নারী-পুরুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং নারীদের তুলনায় পুরুষদের উচ্চস্থান প্রদান করে। শুধু ধর্ম, মিডিয়া বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই নয়, সমাজের সকল প্রতিষ্ঠানই নারী-পুরুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে।[১৭]

পরিবার থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান, এমনকি রাষ্ট্রও পিতৃতান্ত্রিকতার

১৫। Sylvia Walby (May 1989), THEORISING PATRIARCHY, Sociology , Published by Sage Publications, Ltd., Vol. 23, No. 2, PP. 225

১৬। Ibid, PP.226

১৭। Ibid.PP227

প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। উপরন্তু এই প্রতিষ্ঠানগুলিই পিতৃতন্ত্রকে টিকে থাকতে সাহায্য করে। সমাজের প্রতিটি স্তরে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা এত সূক্ষ্মভাবে নিহিত হয়ে আছে যে সেখান থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় নির্ধারণ করা সহজসাধ্য নয়। সিলভিয়া ওয়ালবি নিজেই বলেছেন, উপরিউক্ত আলোচিত কাঠামোগুলি ছাড়াও সমাজে অনেক উপকাঠামো আছে যা পিতৃতন্ত্রের অস্তিত্বকে যুগ যুগ ধরে বজায় রেখে চলেছে। পিতৃতন্ত্র একটি অত্যন্ত জটিল ও গভীর বিষয়, যার প্রভাব সমাজের সর্বস্তরে পরিলক্ষিত হয়, শুধুমাত্র তার ধরন ও মাত্রা ভিন্ন হয়।

৩.৫ পিতৃতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ (Types of Patriarchy)

পিতৃতন্ত্র একটি সর্বজনীন বিষয় হলেও পিতৃতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ দেখতে পাওয়া যায়। সময় ও স্থান বিশেষে উপরে আলোচিত কাঠামোগুলির প্রাধান্য পরিবর্তিত হয়। অনেক সময় আবার কোথাও কোথাও একটি বা দুটি কাঠামোর অনুপস্থিতিও দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সেখানে পিতৃতন্ত্রের অবসান ঘটেছে। পিতৃতন্ত্রের মূলত দুটি রূপ দেখতে পাওয়া যায় — ব্যক্তিগত পরিসরে পিতৃতন্ত্র এবং গণ-পরিসরে পিতৃতন্ত্র।

ব্যক্তিগত পরিসরে পিতৃতন্ত্র বলতে বোঝায় শুধুমাত্র পারিবারিক ক্ষেত্র ব্যতিত সামাজিক জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলি থেকে নারীদের বহিষ্কার করে রাখা। আবার পারিবারিক ক্ষেত্রেও নারীদের ওপর প্রত্যক্ষভাবে বা অপ্রত্যক্ষভাবে পুরুষদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা।

গণপরিসরে নারীদের প্রবেশকে প্রত্যক্ষভাবে বাধা না দিলেও গণপরিসরের সকল ক্ষেত্রেই নারীদের অবনমিত করে রাখা হয় এবং এইক্ষেত্রে নারীদের ব্যক্তিগতভাবে নয়, যৌথভাবে বা গোষ্ঠী হিসাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। পিতৃতন্ত্রের এই দুটি রূপকে প্রথম তুলে ধরেন ডারকিন(Dworkin) (১৯৮৩) ও ব্রাউন (Brown) (১৯৮১)। এই বিভাজনের ক্ষেত্রে ডারকিন যেখানে যৌনতার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন, ব্রাউন সেখানে শ্রমবিভাজনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

৩.৬ পিতৃতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য (Features of Patriarchy)

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পিতৃতন্ত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যেতে পারে—

প্রথমত, নারীবাদীরা পিতৃতন্ত্রের নিরিখে নারী-পুরুষের মধ্যেকার বৈষম্যমূলক সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে, পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোয় নারীদের তুলনায় পুরুষদের উৎকৃষ্ট বলে গণ্য করা হয় এবং পুরুষদের দ্বারা নারীদের অবদমন, শোষণ ও অত্যাচারকে স্বাভাবিক ও বৈধ হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

দ্বিতীয়ত, পিতৃতন্ত্র 'জৈবিক নির্ধারক'-এর ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এই ধারণা অনুযায়ী, যেহেতু নারী ও পুরুষের মধ্যে জৈবিক পার্থক্য বর্তমান। তাই সমাজে তাদের স্থান, অধিকার ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক।

তৃতীয়ত, পিতৃতন্ত্রে লিঙ্গ ও বয়সের ওপর ভিত্তি করে ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিন্যাস

[illegible] পরিলক্ষিত হয়। এখানে যেমন নারীদের ওপর পুরুষদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত [illegible] শ্রেণি আবার কম ধনী পুরুষদের ওপর বেশি ধনী পুরুষদের আধিপত্য পরিলক্ষিত [illegible] সুতরাং পিতৃতন্ত্রে সকল পুরুষদের সমান অধিকার ও ক্ষমতা দেখা যায় না। সেক্ষেত্রে [illegible] দুইই স্পষ্ট।

পঞ্চমত, পিতৃতন্ত্র নারীদের পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখে, পাশাপাশি সমাজের পুরুষের [illegible] নারীদের প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে।

ষষ্ঠত, লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজন ও নারীদের শ্রমের ওপর পুরুষদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা [illegible]র একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

সপ্তমত, পরিবার থেকেই পিতৃতন্ত্রের বীজ রোপণ করা হয়, যা ধীরে ধীরে সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে।

অষ্টমত, পিতৃতন্ত্র সর্বজনীন। যে-কোনো সমাজেই পিতৃতন্ত্র দেখতে পাওয়া যায়। [illegible] শোষণ, বঞ্চনার রূপ ও মাত্রা ভিন্ন হয়।

নবমত, পিতৃতন্ত্র একটি অত্যন্ত জটিল বিষয়। বিভিন্ন মতবাদ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে [illegible] ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। পিতৃতন্ত্রের অবসানের জন্য যেমন, উদারনৈতিক নারীবাদীরা সমানাধিকারের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন, মার্কসবাদীরা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিলোপ সাধনের কথা বলেছেন, আবার র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীরা নারীদের ভিন্ন অস্তিত্বকে গুরুত্ব দেওয়ার মাধ্যমে তাঁদের জন্য স্বাধীন ও মৌলিক অবস্থানের দাবি করেছেন।

৩.৭ পিতৃতন্ত্রের সমালোচনা (Criticism of Patriarchy)

পিতৃতন্ত্র সম্পর্কিত নারীবাদীদের এই ধারণাও বিরোধ বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। এই ধারণা যেভাবে সমালোচিত হয়েছে—

(১) অনেকের মতে, personal is political হল পিতৃতন্ত্রের মূল বিষয়। ব্যক্তিগত পরিসরও রাজনৈতিক—এটি বলার মাধ্যমে মিলেট মূলত মানুষের পারিবারিক জীবনকেও রাজনৈতিক করে তুলেছেন।

(২) সমালোচকদের মতে, মিলেট ও পরবর্তী তাত্ত্বিকরা পিতৃতন্ত্র সম্পর্কে অনেক কিছু আলোচনা করলেও, তার একটি সঠিক সংজ্ঞা প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এমনকি তাঁদের ব্যাখ্যার মধ্যেও অনেক জটিলতা দেখতে পাওয়া যায়।

(৩) পিতৃতন্ত্রের আলোচনায় সাধারণীকরণ অনেক বেশি মাত্রায় ঘটেছে। শ্রেণি, জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে এই ধারণাকে প্রয়োগ করা হয়েছে।

(৪) ভুল আইন এবং অন্যায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তে এখানে পুরুষকে দায়ী করা হয়েছে সমাজে নারীদের অবদমিত অবস্থানের জন্য। এবং সমস্ত লড়াই যেন, পুরুষদের বিরুদ্ধে করতে হবে, তবেই নারীর এই অবদমন বন্ধ হবে।

৩.৮ উপসংহার (Conclusion)

সাম্প্রতিকালে সমাজে নারীদের অবস্থানকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু পরিবর্তন অনেক চোখে পড়ার মত। যেমন, শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদের অন্তর্ভূক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে, মহিলা আর তাদের ব্যক্তিগত পরিসরে আবদ্ধ নয়, বেতনভুক্ত পূর্ণ সময়ের কাজেও মহিলা উল্লেখযোগ্যভাবে যোগদান করছে। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের দ্বারা প্রজননের ক্ষেত্রে নারী যথেষ্ট উপকৃত। তাছাড়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও বর্তমানে নারীদের অংশগ্রহণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই সকল পরিবর্তনের ফলে এ প্রশ্ন উঠতেই পারে যে সমাজে কি লিঙ্গ সম্পর্কে পরিবর্তন ঘটছে? উদারনৈতিক নারীবাদীরা এই পরিবর্তনকে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীরা এই পরিবর্তনগুলিকে অত্যন্ত সামান্য বলেই উল্লেখ করেছেন। তাঁ মতে, আপাতদৃষ্টিতে পরিবর্তন ঘটলেও সমাজে পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো আজও কঠোরভ বিরাজমান। মহিলারা বাইরে গিয়ে কাজ করলেও পরিবারের গৃহের কাজের দায়িত্ব ওপরই বর্তায়। ফলে প্রকৃতপক্ষে নারীদের কাজের ও দায়িত্বের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে গে কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্তা, অবমাননা এগুলিও খুব প্রকট। তাছাড়াও পরিবারে বা বাইরে নারী প্রতি বঞ্চনা, পুরুষদের আধিপত্য আজও সমানভাবে দেখা যায়। সুতরাং এই পরিবর্তন কখনোই নারী মুক্তিকে নির্দেশ করেনা। বরং বলা যেতে পারে, পিতৃতন্ত্র আবারও তার ও ধরনের পরিবর্তন ঘটিয়েছে মাত্র।

—: তথ্যসূত্র :—

Bryson, Valerie (2003) —*Feminist Political Theory: An Introduction*. Sec Edition, Palgrave Macmillan.

Lerner, Gerda (1986) —*The Creation of Patriarchy*, Oxford University Pr New York.

Murray, Mary (1995) — *The Law of the Father?:Patriarchy in the transi from feudalism to capitalism*. Routledge Publication.

Ray, Suranjita —*Understanding Patriarchy*.

Walby, Sylvia — *"THEORISING PATRIARCHY"*. *Sociology*, Sage Publicat Ltd., Vol. 23, No. 2(May 1989): 213-234.